গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

**বিষয়: সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC)-র ১৮তম সভার কার্যবিবরণী।**

| | | |
|---|---|---|
| **সভাপতি** | : | মোঃ মাহবুব হোসেন<br>মন্ত্রিপরিষদ সচিব |
| **সভার তারিখ** | : | ২১ ডিসেম্বর ২০২৩খ্রি. |
| | : | সকাল ১১:০০ টা |
| **সভার স্থান** | : | মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ, কক্ষ নং-৩০৪, ভবন নং-১, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |

**সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট-ক**

১. সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ফলে দেশে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যেই সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC)-কাজ করছে। অতঃপর তিনি কমিটির সদস্য-সচিব ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-কে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন।

২. সভাপতির নির্দেশক্রমে অতিরিক্ত সচিব ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন সভার আলোচ্যসূচি পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন সামাজিক নিরাপত্তা সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি খাত এবং এতে সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ১ লক্ষ ২৬ হাজার কোটি টাকা। তিনি আরোও বলেন, জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিনির্মাণ এবং বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নসহ সুনির্দিষ্ট কয়েকটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS), ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। CMC'র অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে উক্ত NSSS বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। অতঃপর তিনি পর্যায়ক্রমে আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

**আলোচ্যসূচি-১: বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ**

৩. গত ০৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭তম CMC সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন মতামত বা সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা পর্যালোচনার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু এতে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় বিগত ১৭তম সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

**আলোচ্যসূচি ২- বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।**

সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণী এবং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হয় যা নিম্নরূপঃ

| সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|---|---|
| ১) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ১৭ তম সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। | |
| ২) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি MIS |

| | |
|---|---|
| MIS প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে আলোচনার জন্য এ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে নিয়ে যথাশীঘ্র একটি সভা আয়োজন করতে হবে। | প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে আলোচনার জন্য এ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে সচিব সমন্বয় ও সংস্কারের সভাপতিত্বে একটি কর্মশালা ও একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালার প্রতিবেদন অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। |
| ৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে উপকারভোগীর জাতীয় পরিচয়পত্র অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। | অধিকাংশ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ সামাজিক নিরাপত্তার ভাতা বিতরণে জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করছে কিনা তার একটি প্রতিবেদন ছক আকারে (কর্মসূচীর নাম, উপকারভোগীর সংখ্যা, জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবহার হয় কিনা, হলে কত শতাংশ ইত্যাদি) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে। |
| ৪) সামাজিক নিরাপত্তা উপকারভোগীদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি দারিদ্র্য সীমা থেকে উত্তরণ করেছে, তাদের পরিবর্তে নতুন উপকারভোগী প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। | উপকারভোগীদের সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা প্রদানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পরিমাপের জন্য একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এ বিষয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। |
| ৫) NSSS এর আলোকে সামাজিক নিরাপত্তার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/থিমেটিক ক্লাস্টার এবং এ সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) কমিটিকে অনুরোধ করা হয়। | NSSS এর আলোকে সামাজিক নিরাপত্তার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/থিমেটিক ক্লাস্টার এবং M&E কমিটি নিয়মিত কাজ করছে। ইতোমধ্যে NSSS কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং CODI মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে, যা অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। |
| ৬) চলমান পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) ফ্রেমওয়ার্ক-টি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। | NSSS পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) ফ্রেমওয়ার্ক-টি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে একটি ড্যাশবোর্ড প্রোটোটাইপ ডিজাইন করা হয়েছে যা অতি শীঘ্রই চূড়ান্তকরণ করা হবে। |
| ৭) প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা সম্মেলন ও নলেজ ফেয়ার-টি এ বছর জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ অথবা সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম সপ্তাহের আয়োজনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। | প্রয়োজনীয় বাজেটের অভাবে এ সম্মেলনটি আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। তবে ইতোমধ্যে বাজেটের সংস্থান হয়েছে। আগামী ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে এ সম্মেলন আয়োজনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। |
| ৮) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়-কে তাদের কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থিমেটিক ক্লাস্টারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়-কে সংশ্লিষ্ট থিমেটিক ক্লাস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। |

**আলোচ্যসূচি ৩- Single Registry MIS সম্পর্কে গৃহিত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ;**

৪. জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান, যুগ্মসচিব, সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উল্লেখ করেন যে, ১৭ তম সিএমসি সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি MIS প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের জন্য সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার-এর সভাপতিত্বে গত ১৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অংশগ্রহণে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালার প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করা হয়।

৫. উক্ত কর্মশালার অন্যতম সুপারিশ হচ্ছে, সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি এমআইএস-এর জন্য একটা নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি এমআইএস প্রণয়নের পূর্বে অর্থ বিভাগের iBAS++ এর আওতাভুক্ত Social Protection Budget Management Unit (SPBMU) প্ল্যাটফর্মটির ব্যবহার অব্যহত রাখা সমীচীন হবে মর্মে এ প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়। এ ছাড়াও গত ১৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগের

SPBMU টিম এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নিয়ে অপর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সভায় সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি MIS প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

৬. সভাপতি উল্লেখ করেন MIS সমূহের মধ্যে ইন্টার-অপারেবিলিটি স্থাপনের মাধ্যমে Single Registry MIS প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। জনাব নাজমা মোবারেক, সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বলেন যে অর্থ বিভাগ SPBMU নামক একটি প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করেছে যেখানে ১০ টি মন্ত্রণালয়ের পৃথক MIS রয়েছে যার মাধ্যমে উপকারভোগীদের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করা সম্ভব। তিনি উল্লেখ করেন যে, অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত MIS-কে একটি Integrated Single Registry MIS হিসেবে রূপান্তর করা সম্ভব যেখানে ইতোমধ্যে ২৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে অঙ্গীভূত করা হয়েছে এবং ১০টি পৃথক প্রোগ্রাম এমআইএস সংযুক্ত রয়েছে।

৭. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি এমআইএস বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে অর্থ বিভাগ, তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ (আইসিটি) এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। উক্ত কমিটি সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি এমআইএস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি রোডম্যাপ প্রস্তুত করবে।

**আলোচ্যসূচি ৪- NSSS কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং CODI মূল্যায়ন সম্পর্কে অবহিতকরণ;**

৮. সভায় অবহিত করা হয় যে, NSSS কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক অগ্রগতি বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া Core Diagnostic Instrument (CODI)- শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক টুলকিটের মাধ্যমে দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদন দুইটি ইতোপূর্বে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্য সভায় প্রতিবেদন দুইটি উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতিটি সূচক অনেক ভাল অবস্থানে রয়েছে। অবশ্য কয়েকটি কর্মসূচিতে বরাদ্দ এবং উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।

৯. সভাপতি বলেন দেশের দারিদ্র্যের হার দ্রুত হ্রাসমাণ; দারিদ্র্য হার মাত্র ১৮.৭% এবং অতি-দারিদ্র্যের হার মাত্র ৫.৬%। সুতরাং উপকারভোগীর সংখ্যা যাতে দারিদ্র্য-হারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে সভায় উল্লেখ করা হয় সরকারি অনুদানে পরিচালিত সামাজিক ভাতার পরিমাণ দারিদ্র্যের হার হ্রাসের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে কমে যাবে। কিন্তু contributory বা চাঁদাভিত্তিক সামাজিক বিমা এবং বেসরকারি পেনশন ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তার পরিধি বৃদ্ধি পাবে।

১০. সভাপতি উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে (NSSS) কতিপয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে। সভায় আলোচনা হয়, উপকারভোগীদের সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র্য-উত্তরণ। এ উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পরিমাপের জন্য একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

**আলোচ্যসূচি ৫- অ্যাডাপ্টিভ সোশ্যাল প্রোটেকশন উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি উপ-কমিটি গঠন এবং গাইডলাইন প্রণয়ন;**

১১. জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান, যুগ্মসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উল্লেখ করেন যে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং COVID-এর ন্যায় অতিমারির প্রাদুর্ভাবের কারণে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দুর্যোগ-সংবেদনশীল অভিযোজিত সামাজিক নিরাপত্তা (adaptive social protection) ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিযোজিত (adaptive) সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম খুব শীঘ্রই মূল ধারার সামাজিক নিরাপত্তার স্থান গ্রহণ করবে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

১২. অভিযোজিত সামাজিক নিরাপত্তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সামাজিক নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (climate change adaptation) - এই তিনটি কার্যক্রমের সমন্বয়। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ঘাত-সহিষ্ণুতা (resilience) বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ। তিনি উল্লেখ করেন যে অ্যাডাপ্টিভ সোশ্যাল প্রোটেকশনের চারটি মূল বিষয় হচ্ছে (১) সমন্বয়, (২) কর্মসূচির নমনীয়তা - অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মসূচির ভাতার ধরণ, পরিমাণ ও বাছাই প্রক্রিয়া ইত্যাদি পরিবর্তনের সুযোগ, (৩) অবস্থাভেদে বাজেট হ্রাসবৃদ্ধির সুযোগ এবং (৪) সামাজিক নিরাপত্তা, দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য ও ডাটাবেইজ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে দ্রুত ও দক্ষ আদান-প্রদান ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১৩. সভায় উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মৌলিক উপাদান হচ্ছে দুর্যোগ প্রতিকার। সুতরাং অভিযোজিত সামাজিক নিরাপত্তা আরও বিকশিত করা বাংলাদেশের জন্য খুবই সহজ। এ সংক্রান্ত একটি উপ-কমিটি গঠন এবং গাইডলাইন প্রনয়ণ করা প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করা হয়। অভিযোজিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাও সুপারিশ করেছে।

১৪. এ সংক্রান্ত দুইটি খসড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে এবং অদ্যকার সভায় ফোল্ডারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে অভিযোজিত সামাজিক নিরাপত্তা উপ-কমিটি এবং খসড়া গাইডলাইনটি সভায় সমর্থন করা হয়। তবে উপকমিটিতে ভূমি মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, এবং মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন মর্মে সংশ্লিষ্ট সচিবগণ মতামত ব্যক্ত করেন। সভাপতি খসড়া দুটির ওপর সুনির্দিষ্ট কোন মতামত বা সংশোধনী থাকলে তা আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। সংশোধনী প্রস্তাব সাপেক্ষে অভিযোজিত সামাজিক নিরাপত্তার গাইডলাইন ও উপকমিটি গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

**আলোচ্যসূচি ৭- সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় সম্মেলন আয়োজন সংক্রান্ত আলোচনা;**

১৫. বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ প্রদর্শন, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা, মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণসহ সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াবলি নিয়ে একটি সামাজিক নিরাপত্তা সম্মেলন ও নলেজ ফেয়ার আয়োজনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। আগামী ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে এ সভা আয়োজন করা যেতে পারে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।

**সিদ্ধান্ত:**

১৬. অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়-

(ক) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের ভাতা বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যধ্যতামূলকভাবে জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা সে সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ছক আকারে (কর্মসূচীর নাম, উপকারভোগীর সংখ্যা, জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবহার হয় কিনা, হলে কত শতাংশ ইত্যাদি) আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে অনুরোধ করা হল;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত NSSS পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) ড্যাশবোর্ড-টির বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করা হবে। তাঁদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে ড্যাশবোর্ডটি চূড়ান্তকরণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অধিশাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(গ) সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি এমআইএস বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে অর্থ বিভাগ, তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ (আইসিটি) এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি এমআইএস বিষয়ক একটি কমিটি গঠন করা হল। উক্ত কমিটি সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি এমআইএস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি রোডম্যাপ প্রস্তুত করবে;

(ঘ) NSSS কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং Core Diagnostic Instrument (CODI) মূল্যায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি অনুমোদন করা হল;

(ঙ) অভিযোজিত সামাজিক নিরাপত্তা বা Adaptive Social Protection-এর গাইডলাইনটি অনুমোদন করা হল;

(চ) কৃষি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, এবং মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে অভিযোজিত সামাজিক নিরাপত্তা উপ-কমিটির গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হল;

(ছ) প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা সম্মেলন ও নলেজ ফেয়ার-টি আগামী ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে আয়োজন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করা হল।

১৭) পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

০৪/১/২০২৪

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব